দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 02 JUL 1989
পৃষ্ঠা ২ কলাম

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

আর্থিক সংকট, শিক্ষা উপকরণের অভাবসহ বিভিন্ন কারণে বরগুনা জেলায় প্রায় ৫০ হাজার শিশু-কিশোর প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। খবরটিতে আরও জানা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র ও বিদ্যালয় ভবনের দুরবস্থার কারণেও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে। বরগুনা জেলায় ৩৮৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ ভবনই জরাজীর্ণ। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি লইয়া লেখাপড়া করিতেছে। সামান্য বৃষ্টি হইলেই অনেক বিদ্যালয় ছুটি দিতে হয়। ফলে লেখাপড়ার যেমন ক্ষতি হয় তেমনি শিক্ষার্থীদের মনেও উৎসাহ কমিয়া আসে। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা কেবল বরগুনা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের সংকট বিরাজ করিতেছে। দেশে যেখানে শিক্ষা বিস্তার ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হইতেছে, সেখানে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এই ধরনের সমস্যা ও সংকট সামগ্রিকভাবে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করিতেছে কি না তাহাই ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংকট ও সমস্যার কথা ইতিপূর্বেও বহুবার আলোচিত হইয়াছে। ইহার আগেও এতদসংক্রান্ত এক অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্তরেই ড্রপ-আউট বা বিদ্যালয় পরিত্যাগকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। ইহা সার্বিকভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই একটি উদ্বেগজনক ঘটনা। যে দেশে শিক্ষিতের হার এখনও শতকরা ২২ জন এবং তাহাও কোনোমতে নাম লিখিতে জানা লোকদের ধরিয়া, সেদেশে প্রাথমিক পর্যায়েই যদি শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন হইতে নির্বাসিত হয়, তাহা হইলে শিক্ষা প্রসার বা শিক্ষার উন্নতি হইবে কি রূপে? এই প্রশ্নটির উত্তর না খুঁজিয়া কেবল ২০০০ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য শিক্ষার' ঘোষণা যে প্রকৃতপক্ষে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হইবে না তাহা বোধকরি সংশ্লিষ্ট সকলেই কমবেশি স্বীকার করিবেন।

ইহার পাশাপাশি শহরাঞ্চলের স্কুলগুলিতে অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রও আমরা দেখিতে পাই তাহা সত্য। কিন্তু দেশের মোট জনসংখ্যার কতো অংশ শহরে বাস করে এবং শহরে বসবাসকারী লোকদেরও কতো অংশ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সংকট দূর না হইলে দেশে শিক্ষার পথ যেমন প্রশস্ত হইবে না, তেমনি সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উন্নতিও হইবে না। শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ও আর্থিক সংকট গ্রামাঞ্চলের এই শিক্ষা পরিস্থিতির জন্য কম দায়ী নয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার এইসব সমস্যা ও সংকট মোচনে বিশেষভাবে তৎপর ও সচেষ্ট হইতে হইবে।